অমর ২১শে

একুশে ফেব্রুয়ারি-আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বায়ান্নর রক্তরাঙা গৌরবোজ্জ্বল ভাষাশহীদ দিবসের ঐতিহ্যবাহী পরিচয়ের সঙ্গে এখন দিনটির পরিচিতি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। আমাদের মতো আর কোনো জাতি নিজের ভাষাকে এতটা ভালোবাসেনি। দেয়নি এভাবে জীবন বিসর্জন। সে পরম ত্যাগের ফলস্বরূপ মহান একুশের জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে.১৯৯৯ সালে যোগ হয়েছে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি। ভাষার জন্য বাঙালির আত্মদানের স্মারক হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক পরিসরে ও উদযাপিত হইতেছে। ছাত্র-জনতা ১৯৫২ সালের এই দিনে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন হইতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল। সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকতসহ অনেকেই পুলিশের গুলিতে শহীদ হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানি শাসনামলেই বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করিয়াছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা শুধু একক রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায় নাই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছে। একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি আজ দেশের মানুষই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে না, ইউনেস্কোর সহযোগিতায় উহা জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলিতেও স্মরণ করা হইবে। এই একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদেরই নহে, বিশ্বের অন্যান্য জনগোষ্ঠীরও। ...... একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু শোকের নয়, শক্তিরও। কেবল বেদনা নয়, সেই সাথে প্রেরণাও। ওইদিন আমরা আমাদের কয়েকজন দেশপ্রেমিক ও মহৎপ্রাণ ভাইকে হারিয়েছি ঠিকই; তবে পেয়েছি ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় ও জাতির মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে উজ্জীবিত হওয়ার মনোবল। একুশের ভাষা দিবস নিছক স্মৃতিচারণের নয়। এটা প্রত্যয় ও প্রত্যাশার। এ প্রত্যয় হলো ‘মায়ের ভাষার মতো যা কিছু আমাদের সংস্কৃতির আপন এবং যা কিছু আমাদের জাতির স্বাতন্ত্র্য পরিচায়ক সে সবকিছুকে আমরা সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করবই’। আর প্রত্যাশা বায়ান্নর মতো দেশবাসী জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরিব্যাপ্ত হবে রাজনীতি থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ সাক্ষরতা অর্জন করেছে বলে সরকারিভাবে দাবি করা হলেও এর প্রকৃত হার তার চেয়ে কম। এই সাক্ষররা নিছক বর্ণপরিচয় লাভ করেছে অথবা কোনোমতে নিজ নাম লিখতে পারে। প্রকৃত অর্থে শিক্ষিতের হার আমাদের দেশে এখনো অনেক কম। অর্থাৎ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে এত দিনেও পরিচয় ঘটেনি দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর। তা ছাড়া, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা সর্বত্র চালু হয়নি আজো। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও বিশুদ্ধ বানান শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার যথেষ্ট ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। এটা খুবই শুভ লক্ষণ যে, জ্ঞান-পিপাসা, সুশিক্ষা অর্জনের জন্য সরকার পুরো জাতিকে তাগিদ দিচ্ছে। ভাষাচর্চা, জ্ঞানসাধনা শুধু একটি মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এমনটি প্রত্যাশিত নয়। আধুনিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে।

মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনিক)
রিয়াদ
সৌদি আরব
anwar.munna@yahoo.com